দৈনিক ইত্তেফাক

মুকি টগর ও সাগরের ফাঁসি

পাঁচজনের যাবজ্জীবন

আদালতের মন্তব্য ঃ শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যের কারণ অনুসন্ধানের সময় এসেছে

সালেহউদ্দিন ।। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ক্যাম্পাসে দুই কোটি টাকার টেণ্ডার নিয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে নিহত মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি হত্যা মামলার রায়ে বিচারক গতকাল রবিবার ছাত্রদলের তিন ক্যাডার মুসফিকউদ্দিন টগর, মোকাম্মেল হায়াত খান মুকি ও নুরুল ইসলাম সাগরকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন। এছাড়া, ছাত্রদলের অপর পাঁচ ক্যাডারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। তারা হল মকবুল হোসেন মুকুল, ইমার মোহাম্মদ ওরফে ইমাক, এস এম মাসুম বিল্লাহ, মোঃ দুলাল ও মোঃ মাসুম। এদের মধ্যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মুকি ও যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত মাসুম পলাতক রয়েছে। মামলায় ১৫ জন আসামীর মধ্যে আদালত ৭ জনকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংঘর্ষে কোন ঘটনায় এই প্রথম কোন ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীর ফাঁসির রায় হলো। ইতিপূর্বে ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেভেন মার্ডার মামলায় সামরিক আদালতে (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

নিহত সনি

বুয়েট ছাত্রী
সনি হত্যা
মামলার
রায়

টগর

সাগর

-ইত্তেফাক

এস জি কুদ্দুস, এডভোকেট এরফানুল্লাহ ও এডভোকেট শরীফ নূর-এ শাহীন মিয়া এবং পলাতক আসামীদের পক্ষে সরকার নিয়োজিত আইনজীবী এডভোকেট মোঃ আলী ও এডভোকেট জাহানারা বেগম।

সরকার পক্ষের আইনজীবীদের প্রতিক্রিয়া

বিশেষ পিপি এডভোকেট লতিফ তালুকদার ও এডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া রায় ঘোষণার পর বলেন, সনি হত্যা মামলার রায় দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালের আরেকটি সাফল্য। তারা বলেন, এ মামলায় আসামীরা সরকারী দল সমর্থক হলেও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। বরং দ্রুত ও সুষ্ঠু বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারা বলেন, সূত্রাপুরের জোড়া খুনের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা আদালত ও সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এ মামলার রায়ের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের নিরপেক্ষতা প্রমাণে সক্ষম হয়েছি। সরকারী দল সমর্থক আসামীরাও সরকার এবং আমাদের কাছে কোন অনুকম্পা পায়নি।

তারিখ ...30 JUN 2003...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

সনি হত্যা

(প্রথম পৃঃ পর)

আসামীদের যাবজ্জীবন দণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু কোন বেসামরিক আদালতে এ ধরনের রায় এটাই প্রথম।

ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ১-এর বিচারক সাহেদ নূরউদ্দিন এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে বিচারক বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যের কারণ খুঁজে বের করার সময় এসেছে। দীর্ঘ ১২ বছর যে বাবা-মা তার সন্তানের পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় নিয়ে যাচ্ছেন, যে শিক্ষার্থী তার মেধার জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের স্থান করে নিচ্ছে, কেন তার বাবা-মার স্বপ্ন, তার মেধার বিকাশ গুটিকয়েক সন্ত্রাসী, ছাত্র নামের সন্ত্রাসীদের পৈশাচিক আচরণে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে? আদালত বলেন, সবাইকে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে হবে। আদালত তার রায়ে এই প্রশ্ন তুলে বলেন, সনির বাবা-মা কলম হাতে তাকে বুয়েটে পাঠিয়েছিলেন, কেন সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের ঝনঝনানিতে তার জীবনের পরিসমাপ্তি হলো? যে সনির স্বপ্ন ছিল প্রকৌশলী হয়ে সমাজের, জাতির, বিশ্ববাসীর সেবা ও কল্যাণ করবে, কেন তাকে অঙ্কুরে ঝরে যেতে হলো? এই আদালত এবং সমাজ-আর কোন সনির বাবা-মা-ভাই-বোনের বুক ফাটা কান্না শুনতে চায় না। আর কোন ছাত্র-ছাত্রীকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখতে চায় না। আদালত আকুল প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন, আর কোন সনির অপরিণত মৃত্যু আমাদের কাম্য নয়। এ কারণে আদালত মনে করে আসামীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। পরে আদালত দণ্ডবিধির ৩০২ (খুন) ও ৩৪ (একই উদ্দেশ্যে হত্যার সহযোগিতা) ধারায় ৩ জনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। একই সঙ্গে আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে ৭ দিনের মধ্যে আপীল করার অনুমতি প্রদান করেন। একই ধারায় অভিযুক্ত করে আদালত পাঁচজনকে যাবজ্জীবন দণ্ড দেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের ১০ হাজার এবং যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তদের পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া, শেখ সোলেমান ওরফে বাবুল, সিরাজুল ইসলাম ওরফে ওয়াসিম, জাকির হোসেন পাটোয়ারী ওরফে মুন্না, রফিক ওরফে রফিক চাচা, সুজন, আইয়ুব ও মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাদেরকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। রায় ঘোষণার পর আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-প্রচার সম্পাদক মুসফিকউদ্দিন টগরকে বিষণ্ণ ও বিমর্ষ ও চুপচাপ দেখাচ্ছিলো। দোষী, না নির্দোষ সাংবাদিকদের এ ধরনের প্রশ্নের জবাবেও সে নির্বিকার থাকে। তবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপর আসামী নুরুল ইসলাম সাগর কাঠগড়ায় ওঠে এবং অন্য আসামীদের জাপটে ধরে কান্নাকাটি করে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপর আসামী বুয়েটের শীর্ষ সন্ত্রাসী ও ছাত্রদল বুয়েট শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোকাম্মেল হায়াত মুকি সনি হত্যার পর থেকে পলাতক রয়েছে। জানা গেছে, মুকি বুয়েটের নামকাওয়াস্তে একজন ছাত্র ছিল। সে বুয়েটের মেটালার্জী বিভাগে ভর্তি হলেও রেজিস্ট্রেশন করেনি। অন্যদিকে টগর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন বিষয়ে বিএ (অনার্স) এম এ করে। সে এস এম হলে থাকত। ২০০২ সালের ৮ জুন বুয়েটের দুই কোটি টাকার টেন্ডার নিয়ে ছাত্রদলের মুকি ও টগর গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে সনি নিহত হয়। সনি (২৩) বুয়েটের কেমিকৌশল বিভাগের লেভেল-২, টার্ম-২-এর ছাত্র ছিল। ঐ দিন দুপুর সাড়ে ১২টায় দুই গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধ চলাকালে সনি হেঁটে আহসান উল্লাহ হলের গেটের সামনে পৌঁছলে তলপেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসক সনিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় বুয়েটসহ সারাদেশে সচেতন মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল এ মামলাকে চাঞ্চল্যকর ও স্পর্শকাতর মামলা হিসাবে গণ্য করে সুষ্ঠু তদন্ত ও দ্রুত বিচারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ছয় মাস তদন্ত শেষে ডিবির এসি এস এম আখতারুজ্জামান আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। মোট ৪৬ জন সাক্ষীর মধ্যে ২৩ জন আদালতে সাক্ষ্য দেন। ১০২টি কার্যদিবস অর্থাৎ মাত্র ৪ মাসের মধ্যে গতকল আদালত মামলার রায় ঘোষণা করেন। এ রায় ঘোষণা উপলক্ষে গতকাল পুরান ঢাকার আদালতপাড়ায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দুপুর সাড়ে ১২টায় কড়া পুলিশ প্রহরায় আসামীদের আদালতে নিয়ে আসা হয়। আদালতে সনির বাবা-মা-ভাইসহ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও আসামীদের কোন আত্মীয়-স্বজনকে দেখা যায়নি।

আইনজীবী ছিলেন যারা

আদালতে সরকার পক্ষে সনি হত্যা মামলা পরিচালনা করেন বিশেষ পিপি এডভোকেট লতিফ তালুকদার। তাকে সহায়তা দেন মহানগর আদালতের পিপি এডভোকেট আব্দুল্লাহ মাহমুদ হাসান, এডিশনাল পিপি মোঃ গোলাম মোস্তফা ও খুরশেদ আলম। আসামী পক্ষে ছিলেন এডভোকেট এ কে এম খলিলুর রহমান, এডভোকেট সাইফুল করিম আলমগীর, এডভোকেট মিজানুর রহমান মোল্লা, এডভোকেট মোহাম্মদ আলী, এডভোকেট